কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 01 JUN 2016 ...
২৮ / ২

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট নির্বাচন ৫ জুন

সরগরম শিক্ষক রাজনীতি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) সিন্ডিকেট সদস্য, অর্থ কমিটি ও শিক্ষা পর্ষদে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন আগামী ৫ জুন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে জমে উঠেছে ক্যাম্পাসের শিক্ষক রাজনীতি। পুরো প্যানেলকে জয়ী করতে রাত-দিন পরিশ্রম করছেন প্রার্থীরা। নির্বাচনে ছয়টি শাখায় ছয়জন সিন্ডিকেট সদস্য, অর্থ কমিটিতে একজন ও শিক্ষা পর্ষদে তিনটি শাখায় মোট ছয়জন শিক্ষক প্রতিনিধি বাছাই করা হবে।

এতে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষকসমাজ' প্যানেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অন্যদিকে বিএনপির একাংশ, বামপন্থী ও আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের একটি অংশ 'সম্মিলিত শিক্ষকসমাজ' প্যানেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এ ছাড়া নির্বাচনে সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক শাখায় দুজন শিক্ষক স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষকসমাজ' প্যানেল থেকে সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. আমির হোসেন, ফজিলাতুননেসা হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক মো. শাহেদুর রশিদ, গণিত বিভাগের অধ্যাপক মো. লায়েক সাজ্জাদ এন্দেল্লাহ, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নাজমুল হাসান তালুকদার, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোসা. ফাহিমা আহমেদ অ্যানি, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রভাষক সৈয়দা মরিয়ম লিজা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

অর্থ কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ফরিদ আহমদ। শিক্ষা পর্ষদে শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে সহযোগী অধ্যাপক শাখায় যথাক্রমে বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ সোহায়েল, গণিত বিভাগের মোহাম্মদ ওসমান গণি ও অর্থনীতি বিভাগের মোহাম্মদ লুৎফর রহমান এবং সহকারী অধ্যাপক শাখায় ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজির মো. ওয়াহিদুজ্জামান, প্রভাষক শাখায় সরকার ও রাজনীতি বিভাগের মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম ও ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের মো. ইউসুফ হারুন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

অন্যদিকে 'সম্মিলিত শিক্ষকসমাজ' প্যানেল থেকে সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে কলা ও মানবিক অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. মোজাম্মেল হক, বেগম খালেদা জিয়া হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক শামীমা সুলতানা, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এ এ মামুন, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এ কে এম রাশেদুল আলম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. ফজলুল হালিম রানা, গণিত বিভাগের প্রভাষক মো. আল-আমিন খান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অর্থ কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সভাপতি মো. মনোয়ার হোসেন।

শিক্ষা পর্ষদে শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে সহযোগী অধ্যাপক শাখায় পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের মোহাম্মদ এমাদুল হুদা, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ড. শারমীন সুলতানা, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের ড. শামছুন নাহার এবং সহকারী অধ্যাপক শাখায় ইতিহাস বিভাগের মাসুদা পারভীন, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ড. উম্মে সালমা যোহরা, প্রভাষক শাখায় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ড. আবদুল মান্নান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

অন্যদিকে নির্বাচনে সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে দুজন শিক্ষক স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এঁরা হলেন ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহম্মদ গোলাম রব্বানী ও ফার্মেসি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. ফখরুল ইসলাম।

এ বিষয়ে 'সম্মিলিত শিক্ষক' প্যানেলের প্রার্থী এবং কলা ও মানবিকী অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. মোজাম্মেল হক আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, 'আমরা এ নির্বাচনে সংগরিষ্ঠতা পাব।'

'প্রগতিশীল শিক্ষকসমাজ' এর সাধারণ সম্পাদক ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. আমির হোসেন বলেন, 'আমরা নেতৃত্বদানে সক্ষম, যোগ্য, সৎ, কর্মতৎপর নিষ্ঠাবান শিক্ষককে মনোনয়ন দিয়েছি। আশা করছি শিক্ষকরা সার্বিক দিক বিবেচনা করে যোগ্যপ্রার্থী হিসেবে আমাদের প্যানেলকেই নির্বাচিত করবেন।'

এ বিষয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. খালেদ হোসাইন বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো, পরিকাঠামো ও মানোন্নয়নসহ যাবতীয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সিন্ডিকেট। এটা যেমন বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে পারে তেমনি পিছিয়ে নিতেও পারে। সেদিক থেকে এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন।'